ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 050 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৫০ ● কলকাতা ● ০৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হেদিয়ায় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ঘিরে তীব্র চক্রান্তের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিবেদন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার হেদিয়া এলাকায় সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ঘিরে একাধিক হুমকি, জমি-বিতর্ক, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা ও প্রভাবশালী মহলের যোগসাজশের অভিযোগে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার নিচ্ছে। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকেই তাঁকে পরিকল্পিতভাবে টার্গেট করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে তিনি সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী Mamata Banerjee-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ ও নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সংস্থার নজরদারির কথাও উল্লেখ করেছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল প্রায় ৯টা ৫০ মিনিটে কন্যাকে স্কুলে পৌঁছে দিতে বাড়ি থেকে বের হলে হেদিয়া মোড়ে স্থানীয় এক পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তাঁর পথ আটকান এবং তাঁর নিজস্ব জমির উপর থাকা গাছ কেটে নেওয়ার হুমকি দেন। ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বলে দাবি। সে সময় তাঁর স্ত্রী ও কন্যা উপস্থিত ছিলেন, ফলে ঘটনাটি পরিবারকে চরম মানসিক চাপে ফেলে। সরদারের অভিযোগ, প্রকাশ্যে এইভাবে হেনস্থা ও ভয় প্রদর্শন একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ।

তিনি সরাসরি ভৈরব মন্ডলের নাম উল্লেখ করে দাবি করেছেন, গোটা ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন ভৈরব মন্ডল ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা। রজনী সরদার, মুক্তরাম সরদার-সহ একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। জমি জোরপূর্বক দখল সম্ভব না হওয়ায় এখন কৌশলে জমির রেকর্ড পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে এবং সেই প্রক্রিয়ায় নকল নথি ব্যবহার ও প্রশাসনিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলেও প্রত্যাশিত ব্যবস্থা মেলেনি বলে দাবি সম্পাদকর।

রজনী সরদারের ছোট ছেলে মুক্তরাম সরদারের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তাঁর বক্তব্য, তাঁকে সামাজিকভাবে একঘরে করা, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং প্রকাশ্যে অপমান করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলছে। কালু কয়েল (পিতা: মৃত ললিত কয়েল)-এর বিরুদ্ধেও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ, লাগাতার হুমকি ও উসকানিমূলক আচরণের অভিযোগ রয়েছে। অতীতে তাঁর পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ নষ্ট করা, বাড়ির বৈদ্যুতিক তার কেটে দেওয়া এবং গাছের ডাল ভেঙে আর্থিক ক্ষতির ঘটনায়ও একই গোষ্ঠীর নাম জড়িয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

মৃত্যুঞ্জয় সরদার জানিয়েছেন, ২০১১ সালে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তবে ২০১৭ সালে আদালতে তিনি আইনি লড়াইয়ে জয়লাভ করেন। তবুও অতীতের সেই ঘটনাকে সামনে রেখে নতুন করে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি বলেন, হুমকি ও ভয়ভীতির পরিবেশ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে স্বাভাবিক জীবনযাপন কঠিন হয়ে উঠেছে, অথচ প্রশাসনের একাংশ বিষয়টিকে 'সিভিল ম্যাটার' আখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে মৃত্যুঞ্জয় সরদার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত আবেদন জানিয়ে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন। একই সঙ্গে সাংবাদিক নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তারও সুস্পষ্ট জবাব প্রত্যাশা করেছেন তিনি। হেদিয়ার এই ঘটনায় এখন নজর রাজ্য প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকে।

পর্ব 209

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঐ অভিজ্ঞ পাখী এর বিরোধিতা করছে।

সে বলছে গত আট দিন থেকে আমরা ঐ জায়গাতেই যাচ্ছি। ঐ জায়গায় দানা সুরক্ষিত আছে, ওখানে কখনও গিয়ে প্রাপ্ত করতে পারা যাবে। ওটা একরকম আমাদের সুরক্ষিত ভাণ্ডার।

ক্রমশঃ

ঝাড়গ্রাম-এ বিজেপির চার্জশিট প্রকাশ, শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটেই শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে চার্জশিট প্রকাশ করল ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপি। শুক্রবার জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই চার্জশিট প্রকাশ করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা এলাকায় শাসক দলের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ সংগ্রহ করে এই চার্জশিট তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের সামনে সেই অভিযোগগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরাই ছিল এদিনের কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বিধায়িকা সুমিতা সিনহা। এছাড়াও ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতো, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য লক্ষীকান্ত সাউ সহ জেলা ও মণ্ডল স্তরের অন্যান্য নেতৃত্ব এবং কর্মীরা।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই চার্জশিটের মাধ্যমে শাসক দলের "বাস্তব চিত্র" জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আগামী দিনে এই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটার কথাও জানিয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

পরপর দু'দিন কালীঘাটে রুদ্ধদ্বার বৈঠক মমতা-অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ডঙ্কা বাজল বলে। রাজনৈতিক মহল বলছে, ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের কাজ সুষ্ঠভাবে শেষ হলেই ভোট ঘোষণা করে দেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সুতরাং, হাতে সময় বড় অল্প। এই আবহে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে রাজ্যের শাসক-বিরোধী সব পক্ষ। কালীঘাটেও দফায় দফায় বসছে বৈঠক।দলের যে কোনও সদস্য এই বক্সে নির্দিষ্ট বিধানসভা উল্লেখ করে প্রার্থী হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। কিন্তু দলীয় সূত্র বলছে, প্রার্থী তালিকা প্রায় চূড়ান্ত। তা হলে এখন আবার এই বক্সের অর্থ কী? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা আসলেই এক প্রকার। যার রিপোর্ট কার্ড তৈরি করবে আইপ্যাক। তার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত হবে তালিকা।

তাতে আবার উপস্থিত থাকছেন আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈন। সূত্রের খবর, নির্বাচনকে মাথায় রেখে বুধ এবং বৃহস্পতিবার দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে কালীঘাটে। আলোচনার কেন্দ্র প্রার্থী তালিকা। এবার নিজ দলের প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করতে চান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মর্মে দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন তিনি।

এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনও। কিন্তু প্রার্থী

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ সুপ্রিম কোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে রাজ্যের ডিজি-কে কঠোর পরিণতির মুখে পড়তে হতে পারে - এমনই সতর্কবার্তা দিলেন প্রধান বিচারপতি।অন্যদিকে রাজ্যের আইনজীবীর দাবি, কমিশন বিশেষ পর্যবেক্ষক নামে নতুন ধরনের পদ সৃষ্টি করে তাঁদের ইআরওদের কাজে হস্তক্ষেপের সুযোগ দিয়েছে। পাল্টা কমিশনের সাফাই, এসআইআর শুরুর প্রথম পর্যায় থেকেই বিশেষ পর্যবেক্ষকরা দায়িত্বে রয়েছেন, এতে নতুন কিছু নেই।

সব মিলিয়ে ভোটের আগে প্রশাসনিক সমন্বয় এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা নিয়ে নতুন করে চাপ বাড়ল রাজ্যের উপর।ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে

একের পর এক উত্তেজক ঘটনা সামনে আসছে। বিভিন্ন জেলায় রোল অবজার্ভার এবং বুথস্তরের আধিকারিকদের বিক্ষোভের মুখে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি ফর্ম-৭ জমা ও তা ঘিরে আপত্তি নিয়েও একাধিক স্থানে অশান্তির খবর মিলেছে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতিকেই উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছে আদালত।

শুক্রবারের শুনানিতে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলার এই অবনতি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে অনুকূল নয়। যদি অবিলম্বে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া না হয়, কিংবা পুলিশ কার্যকর পদক্ষেপ না করে, তবে ডিজি-কে জবাবদিহি করতে হবে।

শুক্রবারের শুনানিতে কমিশনের তরফে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়। জানানো হয়, এসআইআর প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত গ্রুপ-বি কর্মী চেয়ে রাজ্যকে চিঠি দেওয়া হলেও

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ সুপ্রিম কোর্টের

এখনও সাড়া মেলেনি। এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত জানায়, প্রয়োজনে কমিশন নিজেদের আধিকারিক এনে কাজ এগিয়ে নিতে পারবে।

রাজ্যের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর বক্তব্য, হয় রাজ্যের কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রুপ-বি কর্মী নেই, যা আইনি বাধ্যবাধকতার পরিপন্থী; নয়তো কর্মী থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কাজে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি গ্রহণযোগ্য নয় বলে স্পষ্ট করে দেন তিনি।

আদালতের আরও পর্যবেক্ষণ, এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গুরুতর জটিলতা তৈরি হতে পারে। কমিশন এবং রাজ্য - উভয়েরই বিষয়টি সমানভাবে উপলব্ধি করা উচিত।

(২ পাতার পর)

পরপর দু'দিন কালীঘাটে রুদ্ধদ্বার বৈঠক মমতা-অভিষেকের

তালিকায় থাকবেন কারা? নবীন নাকি প্রবীণ - কোন পক্ষের উপর জোর দেবে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব? দলীয় সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, একাধিক নাম বাছাই হয়ে গিয়েছে। মোটামুটি ভাবে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

নির্বাচন ঘোষণা হলেই সেই তালিকা প্রকাশ করে ভোটযুদ্ধে নেমে পড়বে তৃণমূল। উল্লেখ্য নয়াদিল্লি সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ মার্চ বাংলার জন্য ভোট ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। চলতি বছর তিন দফাতে হতে পারে বিধানসভা নির্বাচন। দক্ষিণবঙ্গে ভোট হতে পারে দু'দফায় এবং উত্তরবঙ্গে হতে পারে এক দফায়। সুতরাং, শাসক শিবির হোক বা বিরোধী শিবির।

সময় খুব অল্প। বদলেছে সমীকরণ। এই যেমন তৃণমূলেই পাঁচ বছর আগে যাকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা আসন্ন নির্বাচনে টিকিট পাবেন কি না সেই নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। আনা হতে পারে, নবীন এবং সেলিব্রিটি মুখেদেরও। ইতিমধ্যেই সেই মর্মে তৃণমূল ভবনে চালু হয়েছে বায়োডাটা জমা দেওয়ার বক্স।

যুবসাথী ক্যাম্প, ভাঙড়ে উত্তেজনা ! ঘটনাস্থলে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দেরিতে শুরু যুবসাথী ক্যাম্প, ভাঙড়ে উত্তেজনা। দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের বিরুদ্ধে দেরিতে আসার অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ঘিরে বিক্ষোভ আবেদনকারীদের। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের ভগবানপুরের পিটাপুকুর প্রাইমারি স্কুলের ঘটনা। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনে পরিস্থিতি।এই আবহে রাজ্য সরকারের 'বাংলার যুব সাথী' প্রকল্পের ক্যাম্পে ২ জেলায় ২ ভূমিকায় দেখা গেল ২ বিরোধী দলকে। জলপাইগুড়ি সদর ১ নম্বর ব্লকের বটতলা এলাকায় 'বাংলার যুব সাথী' প্রকল্পে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সহায়তা শিবির খোলা হয়েছে। বেকার ভাতার জন্য সেখানে হাজির হয়েছেন বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যরাও। জলপাইগুড়ি সদর INTTUC ব্লক সভাপতি শুভঙ্কর মিশ্র বলেন, আমরা বাছবিচার করি না। যারা আছে তোমাদের, যারা নিতে ইচ্ছুক, সবাইকে ফর্ম ফিলআপটা করিয়ে দিও। তোমরা বিজেপি করো কোনও অসুবিধা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার জন্য।জলপাইগুড়িতে সহায়তা শিবিরে বসে তদারকি করছেন খোদ বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান!বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি নেতা ও প্রধান অমিত দাস বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যুবকরা যেখানে কর্মহীন অবস্থায় আছে, কোনও শিল্প নেই, কর্ম সংস্থান নেই। সেখানে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মতো এই ভাতা। কেন নেবে না?এটা তো নিজস্ব টাকা নিজেরাই নিচ্ছে। 'তৃণমূল সরকারের যুব সাথী প্রকল্পের ক্যাম্পে এবার দেখা গেল বিজেপি থেকে সিপিএম নেতাদের। জলপাইগুড়িতে বেকার ভাতার জন্য ক্যাম্পে হাজির বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যরা। তৃণমূলের সহায়তা শিবিরে তদারকিতে খোদ বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান! কাটোয়ায় বেকার ভাতা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জন্য সহায়তা শিবির করেছে সিপিএম!

এরপর ৬ পাতায়

নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: 'বৈধ ভোটার হওয়া সত্ত্বেও SIR প্রক্রিয়ায় বারবার ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ'। নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে জীবনতলা থানায় অভিযোগ । জীবনতলা থানায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ৭টি অভিযোগ দায়ের। যাঁদের নাম বাদ গেছে, এমন লোকেদের নিয়ে এসে অভিযোগ দায়ের সওকত মোল্লার।স্থানীয় বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, এই গোটা বিষয়ের নেপথ্যে রাজনীতি রয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই কীকরে তাঁরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করছেন নাম বাদ যাবে এই আশঙ্কা করে ? প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতারা। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেছেন, যারা ভোটার, এই এলাকার যারা ভোটার, ২০০২ সালে বাবা-মার সঙ্গে লিঙ্ক আছে, পরিবারের সঙ্গে লিঙ্ক আছে, সমস্ত পেপার পত্র মাঝেখানে এল, তাঁদের হেয়ারিং হল। তারপরেও তাঁদের নাম পাঠানো হয়েছে ! এই বিধানসভায় প্রায় ৩৩ হাজার নাম, গত ৩ দিনে এসেছে। এই ইলেকশন কমিশনার যিনি জ্ঞানেশ কুমার, পরিকল্পিতভাবে বিজেপির ... সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছেন। জ্ঞানেশ কুমারের নামে

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন এস্তোনিয়ার প্রেসিডেন্ট

এস্তোনিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট আলার করিস আজ (১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬) রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এস্তোনিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম ভারত সফরে প্রেসিডেন্ট করিস-কে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত ও এস্তোনিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিয়ম-ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতি সাধারণ অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে এস্তোনিয়ার অবদান অপরিসীম। এআই ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এস্তোনিয়ার যে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে তাদের অংশগ্রহণ এই শীর্ষ সম্মেলনের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে বিশ্বের কল্যাণে কাজে লাগানোর বিষয়ে ভারত ও এস্তোনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার এই বিশ্বে, সাইবার নিরাপত্তা এবং এআই-এর নিরাপদ প্রয়োগে দুই দেশের সহযোগিতা আরও অর্থবহ হয়ে ওঠেছে। ডিজিটাল ক্ষেত্রে ভারত ও এস্তোনিয়ার নিবিড় সহযোগিতায় সন্তোষপ্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এস্তোনিয়া যেমন প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছে, তেমনি ভারতের একটি প্রাণবন্ত স্টার্টআপ পরিমণ্ডল রয়েছে। এস্তোনিয়ার প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ভারতের গতিশীল স্টার্টআপগুলির মধ্যে সমন্বয় উভয় দেশকেই উপকৃত করবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্ক এখন কৌশলগত গতিশীলতার এক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তার সদস্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ককে বিশেষ মূল্য দেয়। ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সফল সম্পাদনের ক্ষেত্রে এস্তোনিয়ার সমর্থনের তিনি প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্ভাবনার নতুন নতুন পথ খুলে দেবে।

ভারত এবং এস্তোনিয়ার দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও গভীর করে তোলার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বলে দুই নেতা সহমত হন। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তি, ডিজিটাল শাসন এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে দুদেশের মধ্যে উচ্চ-স্তরের আদানপ্রদানে তারা সন্তোষপ্রকাশ করেন। এস্তোনিয়ার প্রেসিডেন্টের এই সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিবাচক গতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তাঁরা।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চব্বিশতম পর্ব)

জগতের বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক বম্বের সোরাব মোদি। সেইজন্যে বিবেকানন্দের মতো ঠাকুর-অন্ত প্রাণ ভক্ত বার বার বলেছেন, মায়ের স্থান ঠাকুরেরও উপরে। হঠাৎ একটু খটকা লাগতে পারে। রামকৃষ্ণের আদর্শ সারা পৃথিবীতে প্রচার করার ভার যে বিবেকানন্দের উপর ঠাকুর দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর মুখে এ কী কথা? কিন্তু বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছেন, মায়ের মাধ্যমে ঠাকুর স্বয়ং নির্দেশ দিচ্ছেন। বিবেকানন্দ তাই গুরুভাইদের ডেকে ডেকে বলছেন, ওরে, তোরা এখনও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের

এফআইর করলাম। কিছুক্ষণ আগেই নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে জীবনতলা থানায় ৭ টি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যারা এই অভিযোগ দায়ের করেছেন , ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা তিনি নিজেই নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং এই ৭ জন তাঁরই বিধানসভার বাসিন্দা। তাঁদের যেটা অভিযোগ , তাঁরা ২০০২ সালে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে এনুমারেশন ফর্ম তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছিল, এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার পরেও , তাঁদেরকে বারবার হেয়ারিংয়ের নামে, বিরক্ত করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, একাধিকবার তাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা ডকুমেন্ট জমা দিয়েছেন। তাঁরা যেটা আশঙ্কা করছেন যে, যে চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশ হবে, সেই তালিকাতে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হবে। তাঁরা ভোট যাতে না দিতে পারেন, সেই চক্রান্তই করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।এবং সেই সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশের তরফে সেই লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে কী করা যায় সেটা তাঁরা আলোচনা করছেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আর্ষ-পর্ণশবরীতারার বন্দনা শ্লোক, ... 'হে খর্বকায়া, হে ভগবতী খর্বকায়া, হে পিশাচী/পাশ-পরশু-ধারিণী পর্ণশবরী, তোমাকে নমস্কার করি" (৪: ৩৬৪-৫)।

এছাড়া কুরুকুল্লাকেও পর্যবেক্ষণ করেন সুকুমারঃ "ওড্ডিয়ান কুরুকুল্লা শবারূঢ়া" (৪: ৩৬৫)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্টার্টআপগুলির বাস্তব প্রয়োগের প্রদর্শন

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ভূমিকা

নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর আরেকটি প্রাণবন্ত দিন দর্শকদের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করে দর্শনার্থীরা উদ্ভাবন পর্যবেক্ষণ করেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

প্রদর্শনী স্টলে প্রাথমিক আলাপচারিতা থেকে নীতি নির্ধারক ও উদ্ভাবকদের প্রাণবন্ত আলোচনা পর্যন্ত দিনটি গতিময় ছিল। সরাসরি প্রদর্শনের চারপাশে ছোট ছোট দল জড়ো হয়। একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর পরীক্ষামূলক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই। এটি ধীরে ধীরে দৈনন্দিন ব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠছে।

সরকার উদীয়মান প্রযুক্তিকে জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য প্রয়োগে রূপান্তরের ওপর যে গুরুত্ব দিচ্ছে, তারই প্রতিফলন দেখা যায় এই প্রদর্শনীতে। এখানে ধারণা শুধু উপস্থাপন করা হয়নি। বাস্তব প্রয়োগ দেখানো হয়েছে, পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আলোচনা হয়েছে।

এই বাস্তবমুখী পরিবেশে সামিট কেবল আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে থাকেনি। এটি সমাধানকেন্দ্রিক একটি মঞ্চে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা স্টার্টআপ, গবেষক, শিল্প নেতৃত্ব ও উদ্ভাবকেরা এখানে একত্রিত হন। পরিবহন, শিক্ষা, প্রশাসন, পরিকাঠামো-সহ নানা ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী সমাধান তৈরির বৃহত্তর জাতীয় প্রয়াসের প্রতিফলনও এতে দেখা যায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহায়তায় শিক্ষার প্রস্তুতি

প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করলে একটি স্ক্রিনের সামনে শিক্ষার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। সেখানে একটি অধ্যয়ন ড্যাশবোর্ড প্রদর্শিত হচ্ছিল।

এই প্ল্যাটফর্মের নাম সাথী (SATHEE - Self Assessment, Test and Help for Entrance Exams)। শিক্ষা মন্ত্রক এবং আইআইটি কানপুরের উদ্যোগে ২০২৩ সালে এটি শুরু হয়। আটটি বড় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যক্তিগত প্রস্তুতি ও পরামর্শ সহায়তা এখানে দেওয়া হয়। পরীক্ষাগুলি হল - JEE, NEET, CLAT, ICAR, CUET, SSC, RRB এবং IBPS।

প্ল্যাটফর্মটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক সন্দেহ নিরসন, অধ্যয়ন পরিকল্পনা তৈরি, বিভ্রান্তি শনাক্তকরণ এবং বক্তৃতার সারাংশ প্রস্তুতির সুবিধা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে পড়াশোনা করে না, এই বাস্তবতা মাথায় রেখে নমনীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। বাড়িতে বসেই যে কোনো সময় পড়াশোনার সুযোগ এখানে রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা নিজেদের উপলব্ধ সময় অনুযায়ী, ব্যক্তিগত অধ্যয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে। বক্তৃতার নথি থেকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও সারাংশ তুলে ধরা হয় এবং বারবার হওয়া ধারণাগত বিভ্রান্তি চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে ১৩টি ভারতীয় ভাষায় বিষয়বস্তু উপলব্ধ। আরও ভাষা যুক্ত করার কাজ চলছে।

নির্বাচিত সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক প্রয়োগে ইতিবাচক ফল মিলেছে। JEE-তে উত্তীর্ণের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ এবং NEET-এ প্রায় ৮০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। বেসরকারি কোচিং-এর সুযোগ না থাকা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোই মূল লক্ষ্য।

ক্যামেরাকে বুদ্ধিমান নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রূপান্তর

প্রদর্শনীর আরেক অংশে শিক্ষার প্রসঙ্গ থেকে আলোচনা সরে আসে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে।

গুরগাঁও-ভিত্তিক সংস্থা iiris : Value Catalysts-এর স্টলে সংস্থার প্রতিনিধিরা প্রচলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংযুক্তির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। কোনো গুদাম বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রথমে পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয়। তার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তা সমাধান তৈরি করা হয়। নতুন যন্ত্র বসানোর পরিবর্তে প্রচলিত ক্যামেরা ব্যবস্থার সঙ্গে সফটওয়্যার যুক্ত করে উন্নত করা হয়। আগে নজরদারির জন্য মানুষের ওপর নির্ভর করতে হত। কোনো ঘটনা ঘটলে পুরো রেকর্ডিং খতিয়ে দেখা ছাড়া উপায় থাকত না। এতে সময় ও শ্রম দুটিই বেশি লাগত।

বর্তমানে সংস্থাটি বড় পরিকাঠামো প্রকল্পের নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজ করছে। এর মধ্যে মথুরার বৃন্দাবন চন্দ্রোদয় মন্দিরও রয়েছে। অভিজ্ঞ পেশাদারদের সহায়তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে পরিকল্পিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণই মূল লক্ষ্য।

রেললাইনের ত্রুটি পূর্বেই চিহ্নিত

রেল নিরাপত্তা বিষয়ক স্টলেও দর্শকদের ভিড় ছিল। রেল ল্যাবস সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাক পরীক্ষণ যন্ত্র আরিস্তা (Arista) প্রদর্শন করেন।

এই যন্ত্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহায়তায় রেললাইনের ত্রুটি পরীক্ষা করে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ফাটল চিহ্নিত করা হয়। লেজার প্রযুক্তি দিয়ে লাইনের গঠন বিশ্লেষণ করা হয় এবং ক্যামেরা দিয়ে অন্যান্য ত্রুটি ধরা হয়। ফিশ প্লেট অনুপস্থিত থাকা, বা গঠনগত সমস্যা থাকলে তা দ্রুত শনাক্ত হয়।

মানবশ্রমের তুলনায় পরীক্ষার দক্ষতা প্রায় ২০০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

সংস্থার আরেকটি পণ্য চক্রব্যূহ (ChakrVue) ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি ট্রেনের চাকার ক্ষয় বা ভাঙনের সম্ভাবনা আগে থেকে জানাতে পারে। ফলে, দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমে। মুম্বই, আগরতলা ও রাঁচি-সহ বিভিন্ন শহরে এলএইচবি এবং তেজস কোচে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

উপসংহার

সন্ধ্যা নামার পরও দর্শকদের আগ্রহ কমেনি। অনেকে বিভিন্ন প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এবং প্রশ্ন করেন। এই শিখর সম্মেলন তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয় না। বরং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বুদ্ধিমান ব্যবস্থার ধীর সংযুক্তির ছবি তুলে ধরে। পরিবহন ব্যবস্থা, মন্দির চত্বর, শ্রেণীকক্ষ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান কাঠামোর সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত হচ্ছে। এতে দক্ষতা, নিরাপত্তা ও পরিষেবার নাগাল বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ধীর কিন্তু স্থায়ী সংযুক্তির মধ্যেই ভারতের উন্নয়নযাত্রায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা নিহিত।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ভারতের যুব শক্তি ভবিষ্যৎ-এর প্রয়োজনে প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা নির্মাণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

(দ্বিতীয় পর্ব)

জানুয়ারি থেকে ২০২৫-এর মার্চ সময়কালে দক্ষিণ এশিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সম্পর্কিত চাকরির বিজ্ঞাপন মোট শূন্যপদের ২.৯ শতাংশ থেকে ৬.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত দক্ষতার চাহিদা অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় ৭৫ শতাংশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুব দক্ষতার জন্য নীতিগত উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬–২৭-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অরেঞ্জ ইকোনমিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অ্যানিমেশন, গেমিং, ডিজিটাল বিষয়বস্তু ও ইমার্সিভ মিডিয়া ক্ষেত্র এতে অন্তর্ভুক্ত।

মুম্বই-এর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সমন্বিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব স্থাপনের জন্য সহায়তা বরাদ্দ করা হয়েছে। মোট ১৫,০০০ বিদ্যালয় ও ৫০০ কলেজে এই ল্যাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রায় ২০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিকাঠামোয় সমান প্রবেশাধিকার

ইন্ডিয়াএআই মিশনের অধীনে ১০,৩০০ কোটির বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। মোট ৩৮,০০০ গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটের পাশাপাশি অতিরিক্ত ২০,০০০ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কম্পিউটিং ক্ষমতা ও উদ্ভাবনের সুযোগ মহানগরের বাইরে বিস্তৃত হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-প্রস্তুত দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে জাতীয় উদ্যোগ

বিদ্যালয় শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সমন্বিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সমৃদ্ধ মানবসম্পদ গড়ে তুলছে ভারত সরকার। শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও উন্নত স্তরের দক্ষতা তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাক্ষরতা

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাক্ষরতাকে অপরিহার্য দক্ষতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কম্পিউটেশনাল চিন্তন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ধারণা সব স্তরের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কম্পিউটেশনাল চিন্তন উদ্যোগ

তৃতীয় শ্রেণী থেকে শিক্ষার কাঠামোয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। শেখা, ভাবনা ও পাঠদানের পদ্ধতি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে 'জনকল্যাণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' ধারণার দিকে অগ্রসর হওয়া হয়েছে।

ক্রমশঃ

(৩ পাতার পর)

যুবসাথী ক্যাম্প, ভাঙড়ে উত্তেজনা ! ঘটনাস্থলে পুলিশ

বিধানসভা ভোটের আগে 'বেকার ভাতা' প্রকল্প চালু করেছে তৃণমূল সরকার। 'বাংলার যুব সাথী' নামে এই প্রকল্পে মাসে মাসে হাতে মিলবে নগদ দেড় হাজার টাকা।

এই বেকার ভাতা পেতে বিভিন্ন জেলায় ক্যাম্পে লাইন দিয়েছেন উচ্চশিক্ষিতরা। যার মধ্যে চাকরি না পাওয়া নিয়ে হতাশাও ঝরে পড়েছে অনেকের গলায়। এই আবহে তৃণমূল সরকারের 'বাংলার যুব সাথী' প্রকল্পের ক্যাম্পে ২ জেলায় ২ ভূমিকায় দেখা গেল ২ বিরোধী দলকে। জলপাইগুড়ি সদর ১ নম্বর ব্লকের বটতলা এলাকায় 'বাংলার যুব সাথী' প্রকল্পে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সহায়তা শিবির খুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বেকার ভাতার জন্য সেখানে হাজির হয়েছেন বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যরাও।

লিখটেনস্টাইনের যুবরাজের ভারত সফর

নতুন দিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে নতুন দিল্লিতে এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে যোগ দিতে লিখটেনস্টাইনের যুবরাজ অ্যালোইস ভারত সফরে এসেছেন।

এই শিখর বৈঠকের অবসরে অ্যালোইস-এর সঙ্গে শ্রী মোদীর আজ সাক্ষাৎ হয়। উভয় নেতা ভারত – লিখটেনস্টাইন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়েছেন।

অক্টোবর ২০২৫-এ ভারত – টিইপিএ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও জোরালো করবে বলে উভয় নেতা আশাপ্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, টিইপিএ আগামী ২৫ বছরে ভারতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পথকে প্রশস্ত করবে। উচ্চ নির্মাণ ক্ষেত্র, উন্নত প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন পরিচালিত ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতায় আরও গভীরতা দিতে চান উভয় নেতা।

ভারত – লিখটেনস্টাইন সহযোগিতা সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই বৈঠক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে, কারণ উভয় দেশই পারস্পরিক সুবিধাজনক ক্ষেত্রে যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে চায়।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে গোপীবল্লভপুরে আয়োজিত হল পদযাত্রা ও পথসভা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্মম অত্যাচার, মন্দির ভাঙচুর, অবাধ লুটপাট, অগ্নিযোগ, নারী ধর্ষনের প্রতিবাদে ও হিন্দু সন্ন্যাসী শ্রী শ্রী চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তি দাবিতে এদিন গোপীবল্লভপুর বাজারে আয়োজিত হল বিশাল ধর্মীয় পদযাত্রা ও পথসভা। এদিন গোপীবল্লভপুর রামনবমী উদযাপন কমিটি ও ঝাঁসী রানী মহিলা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হয় এদিনের এই পদযাত্রা ও পথসভার। হরিনাম সংকীর্তন করে পদযাত্রায় পা মেলান এলাকার বহু মানুষজন। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর রাম নবমী উদযাপন কমিটির সম্পাদক সুমন্ত মোহান্তি সহ অন্যান্য সদস্যরা।

সিনেমার খবর

করণের উপর হঠাৎ কেন মেজাজ হারালেন গোবিন্দ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। তবে কখনো কখনো সেই বিতর্ক অনেক ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে। তেমনই এক বিতর্কের মুখে পড়েছে করণ জোহর প্রযোজিত ২০২২ সালের ছবি গোবিন্দা নাম মেরা। কারণ, এই ছবির শিরোনাম নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিনেতা গোবিন্দ।

সম্প্রতি গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দ স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, কোনো অনুমতি ছাড়াই তার নাম ব্যবহার করা হয়েছে একটি ছবির শিরোনামে, যা তিনি মোটেও হালকাভাবে নিতে পারছেন না।

অভিনেতার কথায়, ‘কেউ আমার নাম ব্যবহার করে একটা গোটা ছবি বানিয়ে ফেলেছিল...আমার তো মনে হয় ওই ছবিটা করণ জোহরই বানিয়েছিল।’

শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত ওই ছবি ‘গোবিন্দা নাম মেরা’তে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন ভিকি কৌশল। স্ত্রী ও প্রেমিকার মাঝখানে আটকে পড়া এক কোরিওগ্রাফারের গল্প বলেছিল এই কমেডি থ্রিলার। ভিকির বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন ভূমি পেডনেকর ও কিয়ারা আদবানি। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল সরাসরি ডিজনি+হটস্টার ওটিটি-তে।

কিন্তু গোবিন্দর আপত্তির জায়গা শুধু নামেই আটকে নেই। ছবির গল্পের কাঠামো নিয়েও রয়েছে তার গভীর অস্বস্তি। ‘গোবিন্দা নাম মেরা’ ছবিতে এক স্বামী, স্ত্রী ও প্রেমিকার সম্পর্কের জটিলতা-এই তিনমুখী জীবনের গল্পকে তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় বলে মনে করেন।

অভিনেতার কথায়, ‘মজা সব জায়গায়, সবভাবে, সবসময় ভালো লাগে না।’ এরপর হাতজোড় করে অনুরোধ জানিয়ে গোবিন্দ বলেন, তার ব্যক্তিগত জীবনকে যেন এই ধরনের গল্পের ছায়ায় টেনে না আনা হয়।

এই মন্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কি ছবির গল্পে নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখছেন গোবিন্দ? নাকি শুধুই নাম ব্যবহারের বিষয়টিকেই তিনি অসম্মানজনক বলে মনে করছেন? যদিও এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেননি অভিনেতা। তবে তার বক্তব্যে স্পষ্ট, এই বিষয়টি তিনি ‘হালকাভাবে’ নিতে রাজি নন।

আইনি জটিলতায় ‘হেরা ফেরি ৩’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘হেরা ফেরি’ আবারও আলোচনায়—তবে নতুন সিনেমার কারণে নয়, আইনি জটিলতায়। অক্ষয় কুমার, পরেশ রাওয়াল ও সুনীল শেঠিকে নিয়ে নির্মাণাধীন ‘হেরা ফেরি ৩’ এখন স্বত্বসংক্রান্ত বিরোধে আটকে গেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘সেভেন আর্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড’। সংস্থাটির পক্ষে দক্ষিণী প্রযোজক জিপি বিজয়কুমারের দাবি, ২০২২ সালেই তিনি প্রযোজক রামোজি রাও স্পিকিংয়ের কাছ থেকে ‘হেরা ফেরি’ সিনেমার স্বত্ব কিনে নিয়েছেন। ফলে এ ফ্র্যাঞ্চাইজির স্বত্ব ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার নয় বলেই তার বক্তব্য।

বিজয়কুমারের আরও দাবি, ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালা কেবল ২০০৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি সিক্যুয়েল নির্মাণের অধিকার পেয়েছিলেন। এরপর ‘হেরা ফেরি’ সিরিজের নতুন কোনো সিক্যুয়েল বা প্রিক্যুয়েল বানানোর অধিকার তার ছিল না। সে ক্ষেত্রে তিনি কীভাবে ‘হেরা ফেরি ৩’-এর স্বত্ব বিক্রি করলেন—সেই প্রশ্নই তুলেছেন তিনি।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এর আগেই ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার কাছ থেকে ‘হেরা ফেরি ৩’-এর স্বত্ব কিনেছিল অক্ষয় কুমারের প্রযোজনা সংস্থা। দুই পক্ষের যোগাযোগের পরই স্বত্ব বিতর্কটি প্রকাশ্যে আসে। যদিও অক্ষয়ের প্রযোজনা সংস্থার দাবি, সমস্ত আইনগত প্রক্রিয়া মেনেই তারা ফিরোজের কাছ থেকে সিনেমাটির স্বত্ব নিয়েছে।

তবে ‘সেভেন আর্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড’-এর বক্তব্য, যার কাছে স্বত্ব বিক্রির আইনগত অধিকারই নেই, তিনি কীভাবে সেই স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারেন? এ কারণেই আইনি জটিলতায় ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার পাশাপাশি অক্ষয় কুমারও জড়িয়ে পড়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে আপাতত ‘হেরা ফেরি ৩’-এর শুটিং স্থগিত রাখা হয়েছে। আইনি সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সিনেমাটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কৃষ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে প্রিয়াঙ্কার প্রত্যাবর্তন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড ও হলিউড দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই সমান জনপ্রিয় ‘দেশি গার্ল’ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আবার ফিরছেন আলোচিত সুপারহিরো ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘কৃষ’-এ। সম্প্রতি ‘কৃষ ৪’ সিনেমার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। ২০০৬ সালে মুক্তি পাওয়া ‘কৃষ’ ছবিতে হৃতিক রোশনের বিপরীতে ‘প্রিয়া’ চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। সেই সময় থেকেই হৃতিক-প্রিয়াঙ্কা জুটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

‘কৃষ ৪’-এ প্রিয়াঙ্কার এই প্রত্যাবর্তন শুধু ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য নয়, বরং তার ব্যক্তিগত চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রায় ছয় বছর পর ভারতীয় ছবিতে ফিরছেন তিনি। এর আগে ‘বারাণসী’ নামের একটি সিনেমায় কাজ করছেন প্রিয়াঙ্কা, যার শুটিং ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এই ছবির কাজ শেষ করেই তিনি ‘কৃষ ৪’-এর শুটিংয়ে অংশ নেবেন বলে জানা গেছে।

হৃতিক রোশনের পরিচালনায় নির্মিত হতে যাওয়া ‘কৃষ ৪’-এ প্রিয়াঙ্কার উপস্থিতি গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করবে। সূত্র জানায়, সিনেমাটিতে তাকে একাধিক অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা যাবে, যা দর্শকদের জন্য বাড়তি চমক হয়ে উঠবে। ফলে ‘প্রিয়া’ চরিত্রটি এবার আরও শক্তিশালী ও স্মরণীয় রূপে হাজির হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এই খবরে উচ্ছ্বসিত প্রিয়াঙ্কার ভক্তরাও। সামাজিক মাধ্যমে এক ভক্ত লিখেছেন, ‘প্রিয়াঙ্কা ফিরে আসছেন! প্রিয় চরিত্র প্রিয়া-কে আবার বড়পর্দায় দেখতে পারা সত্যিই দারুণ।’ আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ‘হৃতিক-প্রিয়াঙ্কা জুটিকে আবার একসঙ্গে দেখার অপেক্ষায়।’

ভক্তদের উচ্ছ্বাসে সাড়া দিয়ে প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘প্রিয়া ফিরে আসছে! এত বছর পর এই চরিত্রে অভিনয় করতে পারা সত্যিই বিশেষ অনুভূতির। ফ্যানদের ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞ। আমি বিশ্বাস করি, আমরা সবাই মিলে দর্শকদের জন্য কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করতে পারব।’

ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক

পাকিস্তান-ভারতের ক্রিকেটাররা প্রকাশ্যে হাত মেলায় না, আড়ালে আড্ডা দেয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা বারবার ক্রিকেটীয় স্পিরিট লঙ্ঘন করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। গত টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ থেকে তারা পরস্পর হাত মেলান না। সেই 'নো হ্যান্ডশেক' রীতি এশিয়া কাপ পরবর্তী ছেলে-মেয়েদের যেকোনো টুর্নামেন্টেই অব্যাহত আছে। চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে, হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদব ও সালমান আলি আগা। কিন্তু প্রকাশ্যে তাদের এমন আচরণ নাকি আড়ালে গেলে বদলে যায়!

দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের ক্রিকেটারদের নিয়ে এমন চাঞ্চল্যকর দাবি জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুক। তাতে সুর মেলান আরেক কুকের আরেক স্বদেশি সাবেক তারকা ফিল টাফনেল। 'স্টিক টু ক্রিকেট' নামের এক পডকাস্ট অনুষ্ঠানে চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নানা বিষয়ে কথা বলেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক চার তারকা ক্রিকেটার– মাইকেল ভন, অ্যালিস্টার কুক, ডেভিড লয়েড ও ফিল টাফনেল।

তাদের আলোচনায় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের প্রসঙ্গ আসতেই টাফনেল বলে উঠেন, 'সাহস করে বলি– ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ঠিক মেলে না, তাই না?' ভন যোগ করে বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে বিষয়টা এমন– ক্রিকেট মাঠে নামলেই পাকিস্তানকে মনে হয় তারা ভারতকে দেখে ভয় পাচ্ছে। দুই দলের মাঝে পুরো পরিস্থিতি তিক্ততাপূর্ণ। এটি দুঃখজনক যে, ক্রিকেট মাঠে (তারা পরস্পর) হাত মেলায় না।'

মাইকেল ভন অবশ্য হতাশা কাটিয়ে উঠেন অ্যালিস্টার কুকের কথায়। ইংল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক বলেন, 'তারা কি দরজার আড়ালেও কথা বলে না? আমি কোথাও পড়েছি যে, তারা আড়ালে ঠিকই কথা বলে। এটি অনেকটা লোকদেখানো আচরণ, তাই না? মাঠে তারা হাত মেলাবে না। কিন্তু আড়ালে তারা পরস্পর কথা বলবে, আড্ডা দেবে এবং তাদের সম্পর্কটাও ঠিকঠাক।'

চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়া নিয়ে অনেক নাটকীয়তার জন্ম হয়। শেষমেষ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মুখোমুখি হয়ে যথারীতি দাপট দেখায় সূর্যকুমার যাদবের দল। তাদের দেওয়া ১৭৬ রানের লক্ষ্য তাড়ায় সালমান আগার দল মাত্র ১১৪ রানে গুটিয়ে যায়। ওই ম্যাচের আগে দুই অধিনায়ক হাত মেলাবেন কি না সেই প্রশ্ন উঠেছিল। আগেরদিন সংবাদ সম্মেলনে উভয়েই রহস্য রেখে দেন। নাটকীয় কিছু ঘটেনি, টসের পর যথারীতি করমর্দন করলেন না সূর্য-সালমান।

যদিও ম্যাচের মাঝে দুই দলের ক্রিকেটারদের মাঝে টুকটাক খোঁচাখুঁচি দেখা গিয়েছিল। তাদের মাঝে ঠিক শত্রুভাবাপন্ন দ্বৈরথ ছিল না বলেও মৃদু গুঞ্জন ওঠে। এ ছাড়া বিসিসিআইয়ের প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়– সূর্যকুমার সতীর্থদের বার্তা দেওয়ার সময় বলছেন, সবাই যেন ক্রিকেটেই মনোযোগটা রাখেন এবং কেউ বাদানুবাদে না জড়ান। মাইন্ড-গেমে আটকে পড়ার চেয়ে ক্রিকেটাররা যেন ব্যাট-বলে নিজের বার্তাটা ফুটিয়ে তোলে সেদিকেই জোর দেন সূর্য।

ইন্ডিয়ান সুপার লিগের আয় কমে গেছে ৯৭ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নানা নাটকীয়তার পর মাঠে গড়াতে যাচ্ছে ভারতের ঘরোয়া ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর ইন্ডিয়ান সুপার লিগ আইএসএল। সম্প্রচার স্বত্বও বিক্রি হয়েছে। কিন্তু শুরুতেই ধাক্কা খেল আয়। নতুন মৌসুমে লিগটির আয় কমেছে ৯৭ শতাংশেরও বেশি, যা ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় অশনিসংকেত।

আগামী মৌসুমের জন্য ফ্যানকোড প্রতি ম্যাচের সম্প্রচার স্বত্ব কিনেছে ৮.৬২ কোটি রুপিতে। এতে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন প্রতি ম্যাচে পাবে মাত্র ৯.৫ লাখ রুপি।

শেষ ১০ মৌসুমে ফেডারেশন যেখানে প্রতি বছর গড়ে ২৭৫ কোটি রুপি আয় করত, সেখানে এবার সেই আয় কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮.৬২ কোটি রুপি। অর্থাৎ কমেছে প্রায় ২৬৬.৩৮ কোটি রুপি, যা মোট আয়ের ৯৭ শতাংশেরও বেশি।

আগের মৌসুমে আইএসএলে অনুষ্ঠিত হতো ১৬৩টি ম্যাচ। তখন প্রতি ম্যাচে ফেডারেশনের আয় ছিল ১.৬৮ কোটি রুপি। নতুন চুক্তিতে সেই অঙ্ক নেমে এসেছে ৯.৫ লাখ রুপিতে। ফলে ম্যাচ প্রতি আয় কমছে প্রায় ৯৫ শতাংশ।

তুলনামূলক চিত্র আরও বিস্ময়কর। আইপিএলের সম্প্রচার থেকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে পরিমাণ অর্থ পায়, তার তুলনায় ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন পাচ্ছে ৫৬১৩ গুণ কম। আইপিএলের একটি ম্যাচের দাম আইএসএলের একটি ম্যাচের চেয়ে ১২৪২ গুণ বেশি।

অর্থাৎ আইপিএলের মাত্র একটি ম্যাচের আয় দিয়েই আইএসএলের ১৪টি মৌসুমের সব ম্যাচের সম্প্রচার খরচ চালানো সম্ভব।

বিশ্বকাপের পর বার্সেলোনায় যোগ দিতে পারেন আলভারেজ

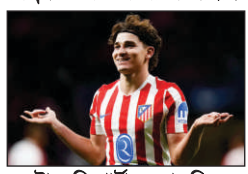

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আতলেতিকো মাদ্রিদের আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ আগামী ফুটবল বিশ্বকাপ শেষে ছেড়ে দিতে পারেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নিতে বার্সেলোনায় যোগ দিবেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা।

আলভারেজ সাম্প্রতিক সময়ে আতলেতিকোর হয়ে ফর্ম নিয়ে কিছুটা সংগ্রামে থাকলেও, এখনও লা লিগার অন্যতম সেরা ফরোয়ার্ড হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে বার্সেলোনা দীর্ঘমেয়াদে রবার্ট লেভানডোভস্কির বিকল্প খুঁজছে, আর সেই তালিকায় শীর্ষেই রয়েছে আলভারেজের নাম। তবে আতলেতিকোর সঙ্গে তার চুক্তি দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় এই ট্রান্সফার সহজ হবে না বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

আর্জেন্টিনার সাংবাদিক হুগো বালাসোনে রেডিও সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, আলভারেজ ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেন, 'আমার তথ্য অনুযায়ী, হুলিয়ান আলভারেজ বার্সেলোনায় খেলবে। সে মনে করে তার ক্যারিয়ারের জন্য এমন একটি দল দরকার যারা শিরোপা জিততে পারে। তার মূল প্রেরণা হলো এমন দলে যাওয়া, যারা চ্যাম্পিয়ন হতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, বিশ্বকাপের পর সে বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি দলে খেলবে। ভাবতে পারেন সামনে ইয়ামাল আর হুলিয়ান একসঙ্গে আক্রমণে?'

তবে আতলেতিকোর সঙ্গে আলভারেজের চুক্তি ২০৩০ সাল পর্যন্ত। ফলে তাকে নিতে চাইলে মোটা অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দাবি করতে পারে ক্লাবটি। অন্যদিকে বার্সেলোনা আর্থিক দিক থেকে খুব স্বচ্ছন্দ অবস্থায় নেই। বড় অঙ্কের এই চুক্তি সম্পন্ন করতে হলে ক্লাবকে হয়তো কয়েকজন উচ্চ বেতনের খেলোয়াড়, যেমন রোনাল্ড আরাউহোকে বিক্রি করতে হতে পারে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR